এসএসসিতে মেহেরপুর জেলায় প্রথম ফারহান ফুয়াদ নাফিস

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে মো: ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

নাফিস মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১ হাজার ২১৪ নম্বর অর্জন করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে অসাধারণ ফলাফল করে মেহেরপুর জেলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

ফারহান ফুয়াদ নাফিস মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: ফেরদৌস রাব্বীর ছেলে। সে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

ফারহানের এমন কৃতিত্বে তার পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন শিক্ষকরা।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের এই সাফল্যে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে মো: ফারহান ফুয়াদ নাফিস।
নাফিস মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১ হাজার ২১৪ নম্বর অর্জন করেছে।
জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে অসাধারণ ফলাফল করে মেহেরপুর জেলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

ফারহান ফুয়াদ নাফিস মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: ফেরদৌস রাব্বীর ছেলে। সে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের মা নারগিস বানু বলেন, আমার ছেলের ওপর আস্থা ছিলো সে ফলাফল করবে।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের বাবা ফেরদৌস রাব্বী বলেন, আমি আশা করেছিলাম ছেলে ভালো ফলাফল করবে। ছোট থেকেই নিজের ভালো এবং নিজেট মতো পরিশ্রম করেছে তার পরিশ্রম সফল হবে এই প্রত্যাশা ছিলো। আমি তাকে সবসময় বলি সময়ের সৎ ব্যবহার করতে হবে পরিশ্রমী হতে হবে অলস হওয়া যাবে না।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ শামসুর রহমান বলেন, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ অংশগ্রহণ করে বিগত বছরের ন্যায় এবারও সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ফারহান ফুহাদ নাফিস। তার সম্পর্কে যদি আমরা কিছু বলি, একজন ভালো ছাত্র হিসেবে যা যা গুণাবলী থাকা দরকার সবগুলোই আমরা লক্ষ্য করেছি। সে নিয়মিত স্কুলে আসতো ক্লাসগুলো নিয়মিত করতো। তার বাসা মুজিবনগরের যতারপুর গ্রামে। সে প্রতিদিন রোদ, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে নিয়মিত সে স্কুলে এসে পাঠদান গ্রহণ করতো, শিক্ষকদের প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করা লেখার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ হাতের লেখা পাশাপাশি প্রত্যেকটা কাজে সে মনোযোগ যার ফলশ্রুতিতে জেলায় সর্বোচ্চো নাম্বার পেয়ে কৃতিত্ব ধরে রেখেছে। তার ভিতরে আমরা কখনো উশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি নাই।

তিনি আরও বলেন, এই রেজাল্টের পিছনে আমি মনে করি স্কুলের শিক্ষকদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি তার পরিশ্রম এবং তার পিতা-মাতার অবদান রয়েছে। এছাড়াও আমি লক্ষ্য করেছি তার বাবা অথবা চাচা তাকে স্কুলে রেখে যাওয়া এবং শিক্ষকদের সাথে সর্বোপরি যোগাযোগ রাখা, আমরা বাসাতে খোঁজ-খবর নিয়েছি সে সব সময় স্কুলে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সামগ্রিক কাজ নিজ দায়িত্বে করতো, আমি প্রত্যাশা করি তার যে পড়াশোনার মনোভাব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এর ফলে সে একজন সফল মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে এর পাশাপাশি আমি আমার বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ফারহান ফুয়াদ নাফিস সে নিজেকে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নাফিসের কাছ থেকে অনুকরণ করার অনেক বিষয় রয়েছে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো গ্রহণ করবে এবং নাফিসের মত ধারাবাহিক রেজাল্ট করবে এবং জিনিয়াসের মুখ উজ্জ্বল করবে,সর্বোপরি নাফিসের এই ফলাফলে আমরা খুবই খুশি।

ফারহানের এমন কৃতিত্বে তার পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন শিক্ষকরা।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের এই সাফল্যে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে মেহেরপুর জেলার প্রথম স্থান অর্জন

সারা দেশে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন মনিটরিং সেল কার্যক্রমে অক্টোবর মাসে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সারা দেশের মধ্যে মেহেরপুর জেলা প্রথম স্থান অর্জন করায় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে ১০ টার সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ,সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবির হোসেন, মেহেরপুর জেলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আসিফ ইকবাল সজীব, মোঃ সানোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নাদিম হোসেন শামীম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আজিম

উদ্দিনসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

৫ বছরে ১৬২ প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ ২৫৯ কোটি টাকা

ঐতিহাসিক মুজিবনগরখ্যাত মেহেরপুর জেলা এখন উন্নয়নে বাংলাদেশের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর এই জেলার অবকাঠামো উন্নয়নে দিনদিন পাল্টে যাচ্ছে সার্বিক উন্নয়ন।

বিশেষ করে জেলার শিক্ষাঙ্গনে এসেছে আমুল পরিবর্তন। মেহেরপুরের শিক্ষাখাতে গত ৫ বছরের উন্নয়নে জেলার তিনটি উপজেলা এখন স্বকীয় অবস্থানে পৌঁছেছে। সৃষ্টির নান্দনিকতায় জেলায় গড়ে উঠেছে সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর সুরম্য ভবন। একে একে গড়ে উঠেছে ১৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এখানকার সরকারি, বেসরকারি স্কুল কলেজের ৪ তলা ও বহুতল ভবনগুলি দৃষ্টি কাড়বে। এই তালিকাতে বাদ যায়নি জেলার দাখিল, কামিল ও ফাজিল মাদ্রাসাও। অথচ, এক সময়ে জরাজীর্ণ ভবণগুলো সময়ের ব্যবধানে পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, জেলার শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পে বিগত পাঁচ বছরে জেলায় ২৫৮ কোটি, ৮৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২২০ কোটি, ২৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোয়নের লক্ষে জেলার ১৮ টি নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (পূর্ত কাজ) মাধ্যমে জেলার ১৮ টি নির্বাচিত বেসরকারি কলেজের জন্য ২৬ কোটি ২২ লাখ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ইতোমধ্যে ২৫ কোটি ৯৪ লাখ ৩৭ হাজার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রাকিবুল আহসান বলেন, আমাদের বিভাগের উন্নয়ন কাজগুলো স্বচ্ছতার সাথে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এতে সাংবাদিকদেরও সহযোগীতার কামনা করছি।

মেহেরপুর জেলা আইনশৃংখলা বিষয়ক মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইনশৃংখলা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ জাহিদুর রহমান পিএসসি, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরকার, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য।

প্রতিমাশিল্পীর শৈল্পিক ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠছেন প্রতিমা

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শারদোৎসব কড়া নাড়ছে বাঙালিদের দরজায়। আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে এরই মধ্যে প্রতিমালয়ে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। শিল্পীদের তুলির ছোঁয়ায় পূর্ণরূপ পাচ্ছেন দৃষ্টিনন্দন সব প্রতিমা।

উৎসবের পূর্ণতা পায় যাদের হাতে, সেই প্রতিমাশিল্পীরদের এখন সময় কাটছে ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে।

দক্ষ প্রতিমা কারিগররা দিন-রাত পুজা মন্ডপে নিরলসভাবে কাজ করেই চলেছেন। এসব শিল্পীদের হাতের শৈল্পিক ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠছেন প্রতিমা।

মায়ের প্রতিমা গড়তে গিয়ে দম ফেলার ফুরসত নেই এসব কারিগরদের। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আর মহিষাসুর সঙ্গে দেবীর বাহন সিংহ এখন হয়ে উঠেছেন জীবন্ত।

মেহেরপুর জেলায় এবছর ৩৮ টি পুজা মন্ডপ তৈরী হয়েছে।

আগামি ২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শোনার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মালম্বী ভক্তকূল।

শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসের ওপর ঝরে পড়া শিউলি কুড়ানোর সময়টায় মাতৃবন্দনায় মিলিত হবেন হিন্দু ধর্মালম্বী ভক্তকুল।

তাই উৎসবের পূর্ণতা পায় যাদের হাতে, সেইসব প্রতিমাশিল্পীর এখন কাটছে ব্যস্ত সময়। প্রতিমাশিল্পীদের ব্যস্ততা টের পাওয়া যায় মেহেরপুর শহরের কালীমন্দির, গাংনী শহরের কালীমন্দিরসহ জেলার বিভিন্ন পুজা মন্ডপে গিয়ে। প্রতিমাশিল্পী তৈরি করা হয়েছে দুর্গার কাঠামো।

সহযোগীরা ব্যস্ত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রতিমা গড়তে। ব্যস্ততার এ চিত্র চোখে পড়ে নগরের সব প্রতিমালয়ে।

মেহেরপুর বিভিন্ন এলাকায় ৩৮ টি প্রতিমালয় রয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর শহরের কালী মন্দির, হরিসভা, হালদারপাড়া সার্বজনীন পুজা মন্ডপ, বামনপাড়া পুজা মন্ডপ, গাংনী উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় পুজা মন্ডপ, চৌগাছা দাসপাড়া পুজা মন্ডপ, গাংনী দাসপাড়া পুজা মন্ডপ, আমতৈল পুজামন্ডপ, মানিকদিয়া পুজা মন্ডপ, সিমুলতলা পুজা মন্ডপ, বেতবাড়িয়া, বাওট, বামন্দী ষোলটাকা, চেংগাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় একটি করে প্রতিমালয় আছে।

পঞ্জিকা অনুসারে, ১ অক্টোবর ষষ্ঠী তিথিতে শারদীয় দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। ২ অক্টোবর সপ্তমী, ৩ অক্টোবর মহাঅষ্টমী, ৪ অক্টোবর মহানবমী ও ৫ অক্টোবর বিজয়া দশমী।

ডাকাতের গ্রাম ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’ এখন প্রবাসী গ্রাম

অভিশপ্ত একটি গ্রামের নাম ছিল মেহেরপুরের ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দুর কুতুবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম ট্যাঙ্গার মাঠ। গ্রামটির বর্তমান মসজিদের মোয়াজ্জিন ও খন্ডকালিন ইমাম হাজী আকবার আলীও ছিলেন এক সময়কার শীর্ষ ডাকাত। আর এই শীর্ষ ডাকাতের হাত ধরেই এই গ্রামের কয়েক শত লোক জড়িয়ে পড়ে চুরি ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা ধরনের অপরাধ জগতে।

সেই ডাকাত আকবার আলীই আজকের হাজী আকবার আলী। বর্তমানে তিনি কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রাম আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গ্রামের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করছেন। চোরের গ্রাম থেকে সেই গ্রামটি এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে পরিচিতি। গ্রামে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

অপরাধীর গ্রাম হিসেবে পরিচিত গ্রামের নামটিও পরিবর্তন করে এখন হয়েছে শিশিরপাড়া। মানুষকে কেউ এখন আর চোর, ডাকাত বা অপরাধী বলে গালি দেইনা। এই গ্রামের ঘরে ঘরে এখন ও সুখ ও শান্তির সুবাতাস। ছোটরা এখন চুরি বিদ্যা নয়, সবাই শিখছে লেখা পড়া। স্কুল কলেজ

থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন লেখা পড়া করছেন চোরের গ্রাম নামে খ্যাত সেই ট্যাংগার মাঠ গ্রামের ছেলে মেয়েরা।

কৃষক হজরত আলী, জাহিদুল ইসলাম ও রেবেকা খাতুন জানালেন, এক সময়কার আলোচিত ট্যাংগার মাঠ গ্রামের মানুষ অপরাধ জগত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কেউ এখন ওদের নামের শেষে চোর কিংবা ডাকাত বলে না। এলাকায় বা আশে-পাশের গামে ডাকাতি কিংবা চুরি হলেও কেউ এখন আর খোঁজ করতে ট্যাঙ্গার মাঠে আসেনা। মানুষ সবাই এখন কর্ম ব্যস্ত। কেউ ব্যবসায়ি কিংবা কেউ দিন মজুর।

এ গ্রামের গ্রামের প্রায় এক হাজার লোক সৌদী, ওমান, বাহারাইন, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদীপমহ বিভিন্ন দেশে আছেন। তারা প্রতি মাসেই মোটা অংকের টাকা পাঠাচ্ছেন পরিবারের জন্য। প্রতিটি পরিবারেই এখন স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছেন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যই এখন প্রবাসী। এক সময়ের চোরের গ্রাম এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে চেনে আশেপাশের জেলাবাসি।

কলেজ ছাত্র লিজন শাহ, স্কুল ছাত্র রাসেল আহম্মেদ, শাহ আলম জানান, এই গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ জন শিক্ষার্থী লেখা পড়া করছে। এছাড়া পাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন কলেজে ৮ জন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন ছাত্র পড়া লেখা করছেন। প্রতিটি পিতা মাতাই এখনই তাদের ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার ব্যাপারে সোচ্ছার। লেখা পড়ার জন্য এখন অনেকেই শহরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানান তারা।

কথা হলো ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামের সেই শীর্ষ ডাকাত বর্তমান মোয়াজ্জিন আকবর আলীর সাথে। তিনি জানালেন, আমাদের বাড়ি ছিলো ভারতের করিমপুর থানার রহমতপুর গ্রামে। হিন্দুদের অত্যচারে ১৯৪৭ সালে আমরা স¦পরিবারে বাংলাদেশে এসে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে আশ্রয় নিই। সেখানেও আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে একটি গেষ্ঠি। পরে সেখান থেকে সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে চলে আসি।

এসময় এই এলাকার তৎকালিন হিন্দু জমিদার রাজলক্ষি গংদের কাছ থেকে মেহেরপুর থানাপাড়ার আনোয়ার হোসেন ও হজরত আলী ৭০০ বিঘা জমি বিনিময় সূত্রে তাদের কাছ থেকে নেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারা বিনিময় সূত্রে নিলেও শ্যামপুর, বেলতলাপাড়া, ঝাউবাড়িসহ আশেপাশের লোকজন তাদের সেই জমি দখল দেইনা। পরে নজরুল ইসলাম আমাদের ৫০ জন লোককে ৫০ বিঘা জমি লিখে দেওয়ার শর্তে প্রথমে এই ট্যাঙ্গার মাঠ

গ্রামে বসতি গড়ার প্রস্তাব দেন।

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে গ্রামটিতে আমি জুলমত হোসেন, আলী হোসেন, তাহের আলী, আসমত আলী, আমির, আকবর আলী, মজিব আলী, এলকাত হোসেনসহ ৩০ টি পরিবার বসবাস শুরু করে গ্রাম গড়ে তুলি। ওই সময় ভারত থেকে গরু চুরি করে আনতাম। পরে এক সময় এলাকার লোকজনের গরু চুরি করতো। পরে সব অপরাধ কর্মকান্ড পরিচালিত হতো এই গ্রাম থেকে।

তিনি বলেন, সীমান্তের ওপারে ভারতে অপরাধ করতে যেয়ে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ওই গ্রামের ১৫ জন ডাকাতের প্রাণ গেছে গণপিটুনিতে। এদের মধ্যে রয়েছেন আবু ডাকাত, আসমত ডাকাত, পঁচা ডাকাত, ছলিম ডাকাত, আবুজেহেল ডাকাত, ফড়িং ডাকাত। ১৯৮৮ সালে তৎকালীণ মেহেরপুরের পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দীন ও জেলা প্রশাসক মহিউদ্দিন এই গ্রামের ডাকাত সর্দার আকবর আলী ও তার ডাকাত দলের সাথে বৈঠক করেন। সব ধরনের সহযোগীতা ও মামলা থেকে রেহায় দেওয়ার আশ্বাস দিলে অপরাধ জগত থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দেন অপরাধীরা। প্রাশাসনের সহযোগিতায় অপরাধ জগত থেকে ফিরে আসার শপথ নেন। সে সময় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ১ মন করে চাল দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

গ্রামের লোকজন পুকুর খনন ও মাছ চাষের পাশাপাশি যুবকদের বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে গ্রামের ডাকাত সর্দার আকবর আলীকে সৌদী আরবে পাঠান। এরপর প্রতিটি বাড়ির লোকজনের সমন্বিত উদ্যোগে প্রতিবছর এক জন করে বিদেশে পাঠাতে শুরু করেন। এখন গ্রামের অনেকেই বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। এখন আর তাদের কোন অভাব নেই তারা এখন সবাই সাবলম্বি।

ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্য্যালয়ের প্রাধান শিক্ষক আবেদ আলী জানান, বছর দশেক আগেও এ গ্রামের লোকজন তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চাইতো না। কিন্তু এখন এ গ্রামের সকল ছেলে মেয়েই স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া লেখা করছে। এখন গ্রামের কেউ অপরাধ জগতের সাথে জড়িত নন। সকলেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

গ্রামের গৃহবধু, রমেছা খাতুন, নেকজান নেছা, আলেয়া বেগম, আব্দুল হামিদ, সাবু ডাকাত, জানান সহ বেশ কয়েকজন জানান, অভাবের তাড়নায় গ্রামের লোকজন নানা অপরাধে জড়িত ছিল। সে সময় আশ পাশ এলাকার লোকজন এখানকার লোকজনকে ঘৃণা করতো। কেউ আত্মীয়তা করতে চায়তো

না। এখন এ গ্রামের লোকজন কোন অপরাধে জড়িত নয়। সবাই স্বাবলম্বী। কেউ আর এ গ্রামের লোকজনকে ঘৃণা করে না।

অপরাধ বিশ্লেষক ও মেহেরপুর জেলা কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, মানুষ কেউ অপরাধী হয়ে জন্ম নেয়না। পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে অপরাধী হিসেবে সৃষ্টি করে। আমাদের সবার উচিৎ কেউ অপরাধী হয়ে উঠলে তাকে পারিবারিক, সামাজিকভাবে সহযোগীতা করে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) আনিছুর রহমান বলেন, ওয়ার্ডটিতে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৪২৫ জন। অর্ধেকের বেশী নারী ও বাকীরা পুরুষ ভোটার। গ্রামের প্রায় ১২ শ মানুষ বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। বাকীরা কৃষক, রাজমিস্ত্রি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেছেন, পারিপার্শিক সহযোগীতা পেলে সকলেই আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারে। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত মেহেরপুরের এই টেঙ্গার মাঠের বাসিন্দারা। এক সময়ে যে গ্রামের লোকজন চুরি ডাকাতি রাহাজানিসহ নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। তারাই আজকে সমাজে শান্তি শৃংখলার সাথে বসবাস করছেন।

বুস্টারডোজ দিবসে মেহেরপুরে টিকা নেবে ১৫ হাজার

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্ধারিত ৬৯ টিকাদান কেন্দ্রে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধে বুস্টার ডোজ (তৃতীয় টিকা) নিলেন স্থানীয়রা।

আগের মত প্রথম বা দ্বিতীয় ডোজ টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে যে ভিড় ছিল, সেই ভিড় বুষ্টারডোজে দেখা মেলেনি। স্বস্তিতে বুষ্টার নিয়ে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরছেন তারা।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ৬৯ টি টিকা কেন্দ্রে এই টিকাদান কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি টিকাকেন্দ্রে ২ জন টিকাদানকারী ও তিনজন করে স্বেচ্ছাসেবি কাজ করছেন।

সরেজমিন গাংনীর তেরাইল গ্রামের টিকাদান কেন্দ্রে দেখা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকেই অর্ধাশতাধিক নারী, পুরুষ এসেছেন টিকা নিতে। তবে, এই টিকাদান কেন্দ্রে লক্ষ করা গেছে টিকার প্রথম দুই ডোজ গ্রহণের প্রমাণপত্র (কার্ড, ফরম) ছাড়াই এসেছেন অনেকেই।
তেরাইল গ্রামের বিথী ও সাকিব জানান আমরা এর আগে দুটি ডোজ নিয়েছি। আজকে বাড়ির কাছে বুষ্টার ডোজ দিচ্ছে। তাই সহজেই এটা নিয়ে নিলাম।

মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ার টিকাদান কেন্দ্রে টিকা দিলেন সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার গৃহবধু মরিয়ম নেছা, শহরের হালদারপাড়া এলাকার যুবক নাইম রহমান, বোষপাড়ার সুজন কর্মকার।
টিকা গ্রহণকারী মোছাঃ মরিয়ম বলেন, সরকারের নির্দেশ। তাই আগ্রহের সাথেই বুস্টার ডোজ দিতে আসলাম। ডোজ দিতে কোনো প্রকারের অসুবিধা হয়নি। এর আগের ডোজগুলোও যথা সময়ে দিয়েছি এবং বুস্টার ডোজটাও যথা সময়ে দিলাম।

টিকা নিয়ে খুশি বাওট গ্রামের সাহাবুল ইসলাম (৫৫)। তিনি জানালেন, আজ মঙ্গলবার আমার স্ত্রী চাইনা খাতুন ও ছেলেসহ ৪ জন এই টিকা নিলাম। তারা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানান।

গাংনী শহরের আরজ আলী বলেন, বিশ্বজুড়ে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও তিনটি করোনা প্রতিরোধী টিকা নিতে পেরেছি।
টিকা গ্রহীতার সংখ্যা কম হওয়া প্রসঙ্গে গাংনীর ইপিআই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশিদ বলেন, ইতোমধ্যে অনেকেই বুস্টার ডোজ নিয়ে ফেলেছেন। তাই টিকা মানুষের দৌরগোড়ায় পৌছে গেলেও আগ্রহ কমে গেছে, হয়তো এজন্যই ভিড় কম। দিনব্যাপী টিকা কার্যক্রম চলবে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মো: জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দীকি বলেন, দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের ৪ মাস পার হলেই ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী সবাই করোনার টিকার বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন। সরকার ঘোষিত বুষ্টার ডোজ দিবসে জেলায় ১৫ হাজার মানুষকে এ কার্যক্রমের আওতায় টিকা দেওয়ার লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

গাংনী কেন্দ্রীয় ময়দানে ঈদের নামাজ আদায় করবেন। পরে এসব জনপ্রতিনিধি নিজ এলাকায় ও গাংনী উপজেলা শহরের বাড়িতে নেতা কর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, পৌর-মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন,মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের বিএটিবি সংলগ্ন পৌর ঈদগা মাঠে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও আইনজীবি সমিতিরি সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী মেহেরপুর পুরাতন ঈদগাহ মাঠে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক নামাজ আদায় করবেন গাংনী পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে। এবং গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী নামাজ আদায় করবেন চৌগাছা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে। সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু পৌর ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন। মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস তার নিজ গ্রাম আনন্দবাস গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন।